মেহেরপুর জেলা পরিষদের উদ্যোগে ৬০ অসহায় নারীর মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ

আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অসচ্ছল পরিবারগুলোকে স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা পরিষদের উদ্যোগে ৬০টি অসহায় পরিবারের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে।

সোমবার গাংনী উপজেলা মিলনায়তনে ‘সেলাই মেশিন বিতরণ-২০২৬’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে উপকারভোগীদের হাতে এসব সেলাই মেশিন তুলে দেওয়া হয়।

জেলা পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা এইচ. এম. সালাউদ্দীন মনজুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মো. নাবিদ হোসেন।

অনুষ্ঠানে ৬০ জন অসহায় ও হতদরিদ্র নারীর হাতে সেলাই মেশিন তুলে দেওয়া হয়। বক্তারা বলেন, পিছিয়ে পড়া ও দুস্থ নারী-পুরুষকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলতে এ ধরনের উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সেলাই মেশিন কাজে লাগিয়ে উপকারভোগীরা নিজেদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পারিবারিক আয় বৃদ্ধি এবং জীবিকা নির্বাহে সক্ষম হবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তারা।

জেলা পরিষদের প্রধান সহকারী জাহিদুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা রোকনউদ্দিন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি রেজাউল হক, উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাস উদ্দিন কালু, পৌরসভা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শহিদুর রহমান, জেলা পরিষদের অন্যান্য কর্মকর্তা, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং উপকারভোগী পরিবারের সদস্যরা।

সেলাই মেশিন পেয়ে উপকারভোগী অসহায় নারীরা জেলা পরিষদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

মেহেরপুরে ৭০ মেধাবী শিক্ষার্থীকে জেলা পরিষদের বৃত্তি প্রদান

‘সবার আগে বাংলাদেশ’ এই স্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুর জেলা পরিষদের উদ্যোগে জেলার মেধাবী ও কৃতী শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান-২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) সকাল ১১টার দিকে মেহেরপুর জেলা পরিষদের হলরুমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জেলার ৭০ জন মেধাবী শিক্ষার্থীর মধ্যে বৃত্তির অর্থ ও সম্মাননা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সভাপতি আলহাজ্ব জাভেদ মাসুদ মিল্টন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আবদুর রাহীম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) এইচ. এম. সালাউদ্দীন মনজু।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা পরিষদের প্রশাসক আলহাজ্ব জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, “শিক্ষাই একটি জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রধান ভিত্তি। মেধাবী শিক্ষার্থীরাই আগামী দিনের বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেবে। অর্থের অভাবে যেন কোনো মেধাবী শিক্ষার্থীর পড়াশোনা বন্ধ না হয়, সে লক্ষ্যেই জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে এই বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ভবিষ্যতেও মেধাবী ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের পাশে জেলা পরিষদ থাকবে।”

তিনি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করে নিজেদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে দেশ ও মানুষের কল্যাণে নিজেদের মেধা ও প্রতিভা কাজে লাগানোর আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে জেলা পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষা বিভাগের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, অভিভাবক ও বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জেলা পরিষদের প্রধান সহকারী জাহিদুল ইসলাম জাহিদ।

কুষ্টিয়া জেলা পরিষদ শপিং মল কাম অফিস ভবনের অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা

কুষ্টিয়া জেলা পরিষদ শপিং মল কাম অফিস ভবনের ব্যবসায়িক কার্যক্রম আরও গতিশীল, নিরাপদ ও ক্রেতাবান্ধব করতে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (১৫ জুলাই) সকাল ১১টায় কুষ্টিয়া জেলা পরিষদ কার্যালয়ে আয়োজিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের প্রশাসক, বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মো. আব্দুল হাই সিদ্দিকী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রশাসক অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিন বলেন, জেলা পরিষদ শপিংমলকে আরও জনপ্রিয় ও ক্রেতাবান্ধব করে তুলতে সম্মিলিত উদ্যোগের কোনো বিকল্প নেই। তিনি ব্যবসায়ীদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি পুরো শপিং মলের প্রচার-প্রচারণায় একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

তিনি আরও বলেন, সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এলইডি বাল্ব ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রয়োজন ছাড়া এসি ও বৈদ্যুতিক বাতি চালু রাখা যাবে না। এতে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের পাশাপাশি পরিচালন ব্যয়ও কমবে।

নিরাপত্তার বিষয়ে প্রশাসক বলেন, শপিংমলের সিসিটিভি ক্যামেরাগুলো নিয়মিত পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে, নিজস্ব নিরাপত্তা প্রহরীদের দায়িত্বশীলতা বাড়াতে হবে এবং শপিং মল খোলা ও বন্ধের নির্ধারিত সময় কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। একই সঙ্গে ভবনের সার্বিক

পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ক্রেতাদের জন্য একটি সুশৃঙ্খল পরিবেশ গড়ে তোলার ওপরও তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি অংশীজনদের উদ্দেশে বলেন, “জেলা পরিষদ শপিং মল কাম অফিস ভবনের সার্বিক উন্নয়ন, ব্যবসা পরিচালনা সহজতর করা এবং ক্রেতাসেবা বৃদ্ধির জন্য আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন। সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই এ প্রতিষ্ঠানকে আরও সমৃদ্ধ করা সম্ভব।”

সভায় উপস্থিত ব্যবসায়ী ও অংশীজনরা শপিং মলের উন্নয়ন, নিরাপত্তা, পরিচ্ছন্নতা, প্রচার-প্রচারণা, পার্কিং ব্যবস্থা, ক্রেতা আকর্ষণ এবং ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিসহ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের মতামত ও সুপারিশ তুলে ধরেন। প্রশাসক তাঁদের মূল্যবান পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ জানান এবং বাস্তবসম্মত প্রস্তাবগুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের আশ্বাস দেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সদস্য বশিরুল আলম চাঁদ, জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আক্তারুজ্জামান কাজল। এছাড়াও বিএনপি ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, জেলা পরিষদ শপিং মল কাম অফিস ভবনের সম্মানিত অংশীজন, জেলা পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় অংশগ্রহণকারীরা জেলা পরিষদের এ উদ্যোগকে সময়োপযোগী উল্লেখ করে নিয়মিত এ ধরনের মতবিনিময় সভা আয়োজনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তাঁদের মতে, প্রশাসন ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সমন্বয় জোরদার হলে শপিং মলের ব্যবসায়িক পরিবেশ আরও উন্নত হবে এবং ক্রেতাদের জন্য মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের

প্রশাসক হিসেবে মনোনীত হওয়ায় শরিফুজ্জামান শরিফকে সংবর্ধনা

আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের নবনিযুক্ত প্রশাসক এবং জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরিফুজ্জামান শরিফকে এক বর্ণাঢ্য গণসংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।

শনিবার আলমডাঙ্গা উপজেলা মঞ্চে এ গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আক্তার হোসেন।

গণসংবর্ধনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও জেলা পরিষদের নবনিযুক্ত প্রশাসক শরিফুজ্জামান শরিফ। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি শহিদুল কাউনাইন টিলু।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক পিটু, পৌর বিএনপির সভাপতি আজিজুর রহমান পিন্টু, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম রোকন, জেলা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মোমিন মালিতা, জেলা জাসাসের আহ্বায়ক সেলিমুল হাবিব প্রমুখ।

উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেনের সঞ্চালনায় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম মোস্তফা, পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক এমদাদুল হক, যুবদলের আহ্বায়ক মীর আসাদুজ্জামান উজ্জ্বল, সদস্যসচিব রফিকুল ইসলাম, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক নাজিমুদ্দিন মোল্লা, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জাহিদ হাসান শুভ, সদস্যসচিব রাসেল, পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক আতিক হাসান রিংকু, কুমারী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম, জামজামি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আলম শাহ, ডাউকি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আবদার হোসেন, বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আমজাদ হোসেন, হারদী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মনির হোসেন, ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি টিপু সুলতান, জেহালা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শহিদুজ্জোহা মিল্টন, বাড়াদী ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও কৃষক দলের নেতা তোবারক হোসেন, চিৎলা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি বিপ্লব হোসেনসহ বিভিন্ন

ইউনিয়ন ও পৌর ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি-সম্পাদকগণ।

এছাড়াও উপজেলা ও পৌর বিএনপি, ছাত্রদল, যুবদলসহ অঙ্গসংগঠনের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী এবং স্থানীয় সাধারণ জনগণ উপস্থিত ছিলেন। সংবর্ধনা শেষে নবনিযুক্ত প্রশাসককে নেতৃবৃন্দ ফুলেল শুভেচ্ছা ও সম্মাননা স্মারক তুলে দেন।

গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের নবনিযুক্ত প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরিফুজ্জামান শরিফ বলেন,

“আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর বিএনপি কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই ঐতিহাসিক গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানের শ্রদ্ধেয় সভাপতি, দূর-দূরান্ত থেকে আসা আমার প্রাণপ্রিয় দলীয় সহকর্মী, বীর জনতা এবং উপস্থিত সাংবাদিক ভাইয়েরা সবার প্রতি আমার আন্তরিক সালাম ও শুভেচ্ছা।

আজ আপনারা আমাকে যে সম্মান ও ভালোবাসায় সিক্ত করলেন, তার ঋণ আমি কোনোদিন শোধ করতে পারব না। জেলা পরিষদের প্রশাসক হিসেবে আমার এই নিয়োগ আসলে কোনো ব্যক্তিগত পদ বা ক্ষমতার বিষয় নয়; এটি চুয়াডাঙ্গার আপামর জনসাধারণ এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির ত্যাগী নেতাকর্মীদের দীর্ঘদিনের আন্দোলন ও ত্যাগের ফসল।”

শরিফুজ্জামান শরিফ আরও বলেন, “১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আমরা ধানের শীষের প্রার্থীকে বিজয়ী করতে পারিনি। বিজয়ী করতে না পারার পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। পরাজয়ের পর অনেকেই খুশি হয়েছেন, অনেকেই বলে বেড়িয়েছেন আমরা ছাড়া পাশ করা সম্ভব নয়। অনেকেই সরাসরি বিরোধিতা করেছেন, আবার অনেকে গোপনে বিরোধিতা করেছেন।

আমি একটি বার্তা আপনাদের দিতে চাই। ২০০৮ সালে ধানের শীষের প্রার্থী ছিলেন অহিদুল ইসলাম বিশ্বাস। জামায়াতে ইসলামীসহ ১৮-দলীয় জোটের প্রার্থী হিসেবে আমরা এক লাখ ভোট পেয়েছিলাম।”

তিনি বলেন, “আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, জেলা পরিষদকে আমি সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত এবং জনবান্ধব একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করব। অতীতে যারা জেলা পরিষদকে নিজেদের পকেট ভারী করার মাধ্যম বানিয়েছিল, তাদের দিন শেষ। এখন থেকে প্রতিটি বরাদ্দ ও উন্নয়ন প্রকল্প সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গাসহ চুয়াডাঙ্গার রাস্তাঘাট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নে আমি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান আমার ওপর যে দায়িত্ব দিয়েছেন, আমি যেন তা সঠিকভাবে পালন করতে পারি, সে জন্য আপনাদের সহযোগিতা চাই।

দলের মধ্যে কোনো গ্রুপিং করবেন না। অতীতে আমরা গ্রুপিংয়ের কারণে এই আসনটি হারিয়েছি। আসনটি পুনরুদ্ধার করতে হলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, “আমাদের মনে রাখতে হবে, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই এখনো শেষ হয়ে যায়নি। দেশের এই ক্রান্তিকালে আমাদের আরও বেশি ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সেবা করাই হবে আমাদের মূল লক্ষ্য। কোনো ধরনের অন্যায় বা অনিয়মকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না।

আমি আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর বিএনপির সকল নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই এত সুন্দর একটি আয়োজন করার জন্য। আপনারা যেভাবে অতীতে সকল প্রতিকূলতার মধ্যে দলের পতাকা ধরে রেখেছিলেন, আগামীতেও ঠিক সেভাবেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চুয়াডাঙ্গাকে একটি সমৃদ্ধ ও মডেল জেলায় রূপান্তর করতে আমাকে সহযোগিতা করবেন।”

মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রশাসকের সঙ্গে গণিউল আজমের সৌজন্য সাক্ষাৎ

বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদা) হিসেবে পদায়নপ্রাপ্ত মেহেরপুরের কৃতী সন্তান ক্যাপ্টেন (অব.) গণিউল আজম মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা পরিষদ কার্যালয়ে জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে তারা জেলার উন্নয়ন, পর্যটন খাতের সম্ভাবনা এবং মেহেরপুরের অগ্রগতিতে সম্মিলিতভাবে কাজ করার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেন। এ সময় উভয়ে একে অপরকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

জেলা পরিষদের প্রশাসক জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, “গণিউল আজমের এ গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়ন মেহেরপুরবাসীর জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। তাঁর অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা দেশের পর্যটন খাতের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।”

ক্যাপ্টেন (অব.) গণিউল আজম বলেন, “মেহেরপুর আমার জন্মভূমি। দেশের পাশাপাশি জেলার উন্নয়ন ও সম্ভাবনাকে এগিয়ে নিতে আমি সর্বাত্মক সহযোগিতা করার চেষ্টা করব।”

বিসিবির মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি নির্বাচিত হলেন হাসিবুজ্জামান স্বপন

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ায় জেলা পরিষদ প্রশাসককে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়েছেন হাসিবুজ্জামান স্বপন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান, জাসাস নেতা বাকা বিল্লাহ, দীপু খানসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

শুভেচ্ছা বিনিময়কালে তারা ক্রীড়া অঙ্গনের উন্নয়ন ও মেহেরপুরের ক্রিকেটকে আরও এগিয়ে নেওয়ার বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রশাসককে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী ফোরামের ফুলেল শুভেচ্ছা

বাংলাদেশ বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী ফোরাম, মেহেরপুর সদর উপজেলার পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসক জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে।

ফোরামের মেহেরপুর সদর উপজেলা সভাপতি ও আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ রুহুল আমিনের নেতৃত্বে এ শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ফোরামের সহ-সভাপতি ও ঝাউবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আব্দুর রকিব, সহ-সভাপতি আরজুল্লা রহমান বাবুল, সহকারী শিক্ষক, নতুন দরবেশপুর দাখিল মাদ্রাসা, সহ-সভাপতি মো. আব্দুস সালাম হীরক, প্রভাষক, এ আর বি কলেজ এবং সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ফজলুর রহমান, সহকারী শিক্ষক, টেংরামারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

এছাড়াও সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এ সময় জেলা কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান উপস্থিত ছিলেন।

জেলা পরিষদের প্রশাসককে মহিলা নেত্রীদের শুভেচ্ছা

মেহেরপুর জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিলটনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও সংরক্ষিত মহিলা আসনের

সম্ভাব্য এমপি প্রার্থী রোমানা আহমেদ।

সৌজন্য সাক্ষাৎকালে তারা পারস্পরিক কুশল বিনিময় করেন এবং জেলার সার্বিক রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা মহিলা দলের সহ-সভাপতি সাবিহা সুলতানা, পৌর বিএনপির ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি সালমা খাতুন, ইউনিয়ন বিএনপির মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ও মহিলা দলের সদস্য রাকিবা, সাবেক মহিলা কাউন্সিলর ও পৌর ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সহ-সভাপতি মনোয়ারা খাতুন, মহিলা দলের সদস্য চায়না খাতুন পপি, ২ নম্বর ওয়ার্ড মহিলা দলের সেক্রেটারি রওশনারা, ১ নম্বর ওয়ার্ডের সাংগঠনিক সম্পাদক পেয়ারা, সাবেক মেম্বার রাকিবা, জ্যোতি, কনা, নাজু, জাকিয়া, চায়না, লায়লা, সুজাতা সেনসহ আরও অনেকে।

সাক্ষাৎ শেষে দলীয় নেতাকর্মীরা আগামী দিনে সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও জোরদার করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মেহেরপুরে অসহায় মানুষের মাঝে জেলা পরিষদের আর্থিক সহায়তা বিতরণ

মেহেরপুরে জেলা পরিষদের অনুদান খাতের অর্থের মাধ্যমে অসুস্থ ও অসহায় মানুষের মাঝে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

সোমবার সকালে জেলা পরিষদের মিলন আয়তনে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে ৮০ জন সুবিধাবঞ্চিত মানুষের হাতে এ আত্মিক সহায়তা তুলে দেওয়া হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ও জেলা পরিষদের প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির। এ সময় জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ গোলাম জাকারিয়া, নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ সামিউল হক, উচ্চমান সহকারী শাহিন ইকবালসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।